# অনন্য নারায়ণগঞ্জ কলেজ

হাসান মাহমুদ রিপন

প্রোফাইল

বিদ্যায়ই পাথেয়-জ্ঞানই অন্ধকারের আলো। নারায়ণগঞ্জের নিরক্ষতার অভিশাপ বিমোচনে গড়ে উঠেছে এক অনন্য বিদ্যাপীঠ নারায়ণগঞ্জ কলেজ। শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাশে প্রসিদ্ধ কালি বাজার ও দ্বিগুবাবুর বাজারের মধ্যবর্তী এক মনোরম পরিবেশে এ কলেজের অবস্থান।

সাবেক সাংসদ মরহুম হাজী জালালউদ্দিন আহমেদ এবং সাংসদ এম. এ সাত্তার এ দুজনের একনিষ্ঠ উদ্যোগ এবং তাদের সাথে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৯৮০ সালে সদর থানায় পিডব্লিউডি থেকে পুরনো ডাক বাংলোর জায়গা দুই বছরের জন্য লিজ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নারায়ণগঞ্জ কলেজ। মাত্র ১শ' ছাত্রছাত্রী এবং ১২ জন শিক্ষক নিয়ে কলেজ যাত্রা শুরু করে। তখন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। তারপর কলেজের অগ্রগতি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। শুরুতে ডাক বাংলো টিন শেটের দালান থেকে বর্তমানে সম্পূর্ণ কলেজ অর্থে নির্মিত হয়েছে ৪র্থ তলা একাডেমি ভবন ও বিজ্ঞান ভবন।

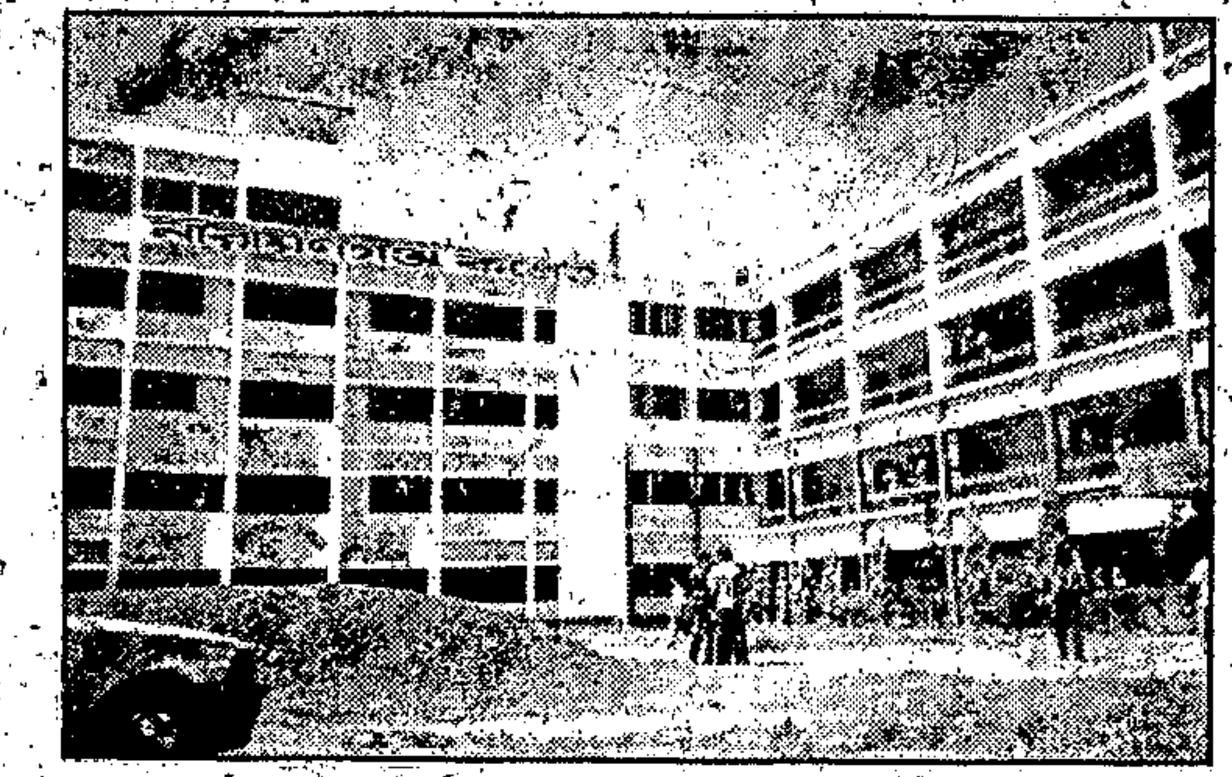

বাংলাদেশের ডান্ডি শহরে নারায়ণগঞ্জের অন্যতম বিদ্যাপীঠ নারায়ণগঞ্জ কলেজ বর্তমানে নানা সমস্যা রয়েছে। রয়েছে ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী কলেজের জায়গা ও শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা, লাইব্রেরির বই সংকট, বিজ্ঞানাগারের সরঞ্জামাদি সংকট। ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নেই বলে তাদের মেস ভাড়া ও লজিং থাকতে হচ্ছে। শিক্ষক সংকট। খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত মাঠ নেই। অন্যান্য খেলাধুলার সামগ্রীর অভাবসহ চোখে পড়ার মতো।

সরকারিভাবে কোন সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় এ কলেজ সমস্যায় জর্জরিত-জানালেন কলেজ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসাইন। তার সাথে আলাপকালে বললেন, এ যাবৎ সরকার থেকে কোন অর্থ পাওয়া যায়নি। কলেজ অর্থে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে একাডেমি ও বিজ্ঞান ভবন। পৌরসভা থেকে কলেজের জন্য জায়গা পাওয়া সত্ত্বেও পুরো জায়গা এখনও পাওয়া যায়নি। কিছু জমি পিডব্লিউডি দখল করে রেখেছে।

নারায়ণগঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কলেজ হিসেবে পরিচিত এই কলেজটি অনেকের কাছে নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ হিসেবে পরিচিত। এটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের একমাত্র বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ। বর্তমানে কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩৫ জন।

গত বছর এইচএসসি এবং ডিগ্রিতে গড়ে পাসের হার ছিল যথাক্রমে ৪৭.৬১% এবং ৩৭.৫১%। কলেজ অধ্যক্ষ বললেন, আগামী শিক্ষাবর্ষে ১০টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ১৯৮৮ এবং ১৯৫৫ সালে নারায়ণগঞ্জ কলেজ জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭ সালে এ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য এবং স্নাতক বাণিজ্য বিভাগ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যথাক্রমে দ্বাদশ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিটি থানায় সরকারিভাবে একটি কলেজ থাকার নিয়ম থাকলেও নারাণগঞ্জ সদর থানায় সরকারি কলেজ নেই। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ কলেজকে সরকারিকরণের জন্য কয়েকবার আবেদন করলেও এর কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

AUG 7 1999